দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 11 SEP 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

111

শিক্ষাঙ্গন

বিদ্যালয়ের নিম্ন কর্মচারীদের নয়া বেতন স্কেল

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে একই ক্ষেত্রে বিপুল বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে উল্লেখ আছে অর্থনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের কথা। কিন্তু বাংলাদেশে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের বেলায় এর উল্টা দেখা যায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও আজ বহুদিন যাবৎ শিক্ষকদের ন্যায়ই আশা করেছিল নতুন বেতন স্কেল পাবে। এমনকি মাধ্যমিক সমিতির পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেয়া হয়েছিল যে, এবার তারাও নতুন বেতন স্কেলভুক্ত হয়েছে। কিন্তু যখন তা বাস্তবে পরিণত হল তখন দেখা গেল কেবল শিক্ষকরাই নতুন বেতন স্কেল পেলেন এবং কেবল তা শতকরা ৬০ ভাগ বেতন পেলেন, ভবিষ্যতে শতকরা ৭০ ভাগ পাবেন। কিন্তু ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পূর্বের বেতন স্কেল যেন দ্রব্যমূল্য তো শুধু উপরস্থ কর্মকর্তাদের বেলায়ই বৃদ্ধি পায়নি। তবুও করণিক ও দপ্তরীরা আশা করেছিল বিদ্যালয় থেকে পূর্বের ন্যায় ২৮৮/- টাকা বেতন পাবে। কিন্তু যখনই প্রধান শিক্ষক সাহেবের নিকট চাওয়া হল তখন তিনি বললেন, সরকারই তোমাদের স্কেল দেননি আমি দিব কেন? বিদ্যালয় থেকে কোন টাকা দেয়া হবে না। অথচ বেসরকারী বিদ্যালয়ের তৃতীয়, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরাও বহুদিন যাবৎ আশাপোষণ করে আসছিল যে, তারা নতুন বেতন স্কেল পাবে। তাদেরকে সে আশা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে একজন আই এ পাস করণিক বেতন স্কেল পাচ্ছে ২৮৮/- টাকা এবং সর্বসাকুল্যে একমাসে বেতন পায় ৫২৮/- টাকা। একজন দপ্তরীর বেতন স্কেল ২৪০/- টাকা এবং সর্বসাকুল্যে একমাসে বেতন পায় ৪৬০/- টাকা। অথচ বাংলাদেশের কোন কর্মচারীরই বেতন স্কেল ২৮৮/- টাকা ও ২৪০/- টাকা নেই। এই বেতনে বর্তামান দুর্মূল্যের বাজারে জীবনধারণ করা বড়ই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

তা ছাড়া যখনই পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয় "একজন করণিক আবশ্যক" তখন লেখা হয় প্রার্থীকে অবশ্যই আই এ পাস হতে হবে। সে ক্ষেত্রে একজন করণিক কিভাবে দৈনিক ১৭/- টাকায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে জীবনধারণ করতে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একজন আই এ পাস শিক্ষক যদি ৭০০/- টাকা বেতন স্কেল পেতে পারেন। তিনি যদি ৬০% ক্রমে ৭০% বেতন পেতে পারেন তবে কেনই-বা একজন আই এ পাস করণিক ৭০০/- টাকা বেতন স্কেল পাবেন না? তিনিও তো আই এ পাস শিক্ষকের ন্যায় ক্লাসে ছাত্রদের পড়াতে সক্ষম। যেহেতু উভয়েই আই এ পাস। তা ছাড়া গ্রামাঞ্চলের প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের করণিককে অবশ্যই প্রধান শিক্ষকের নির্দেশক্রমে দৈনিক ৩টা বা ৪টা ক্লাস নিতে হয় এবং ক্লাসের অবসর সময়টুকু অফিসে এক গাদা খাতাপত্রের মধ্যে ডুবে ডাকতে হচ্ছে। কিন্তু বেতন স্কেলের বেলায় তিনি স্কেল পান না। এরচেয়ে সামাজিক অবিচার আর কি হতে পারে? বাংলাদেশের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কর্মাচারীগণ আজ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকে চাতক পাখীর ন্যায় চেয়ে আছে। অতএব, বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণের পক্ষ থেকে সরকার বাহাদুর ও মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের নিকট আকুল আবেদন, উপরোক্ত বিষয় বিবেচনাপূর্বক যত শীঘ্রই সম্ভব বেসরকারী শিক্ষকগণকে যে মাস থেকে নতুন স্কেলভুক্ত করা হয়েছে, সে মাস থেকেই বর্তমান দুর্মূল্যের কথা বিবেচনা করে তাদেরও নতুন স্কেলভুক্ত করা হোক।

—মোঃ খোরশেদুল আলম,
করণিক,
ধাগটিয়া চাপা উচ্চবিদ্যালয়,
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

৭০% প্রদানের ফরিয়াদ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হওয়ার পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে স
শিক্ষা ধারা ও মাদ্রাসা শিক্ষা
হিসেবে দু'ধরনের শিক্ষা
পরিচালিত হয়ে আসছে। কি
২৩ বছরে মাদ্রাসার শিক্ষ
শিক্ষার্থীগণ ন্যায্য অধিকার
বঞ্চিত ছিল। অতঃপর বাং
স্বাধীন হওয়ার পর ৬ মাস
মাদ্রাসা গৃহে তালা বন্ধ ছিল। ম
মাওঃ আঃ হামিদ খান ভাসা
বিভিন্ন নেতাদের চাপে পু
মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু করা
এ সময় দ্রব্য মূল্য হাওয়ার
বেড়ে চলে, সাথে সাথে সাধারণ
(স্কুল-কলেজের) শিক্ষকদের অনু
কিছু কিছু বৃদ্ধি পেলেও মাদ্রা
শিক্ষকগণ ছিল সম্পূর্ণ বঞ্চিত।
সরক

বর্তমান জমিয়াতুল মোদারেছীনে
সভাপতি জনাব আলহাজ্জ মাওঃ আ
মান্নান সাহেবের আবেদন ও প্রচেষ্টা
ফলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
শিক্ষকদের জন্যে একটি অনুদান স্কেল
চালু করেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হুসেইন
মুহম্মদ এরশাদ শিক্ষকদের জন্য
বিশেষ করে বেসরকারী শিক্ষকদের
জন্য অনেক কিছু করেছেন। আমরা
আশা করি তিনি নতুন আর্থিক সন
হতে নতুন স্কেলে ৭০% দেয়ার যে
আশ্বাস দিয়েছিলেন, অনুগ্রহ করে তা
কার্যকরী করবেন।

—মোঃ এমদাদুল হক
সুপাঃ দেপাড়া মাদ্রাসা, বাগেরহাট